৪৬তম বিসিএস

প্রিলি ফুল কোর্স

নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন

লেকচার: ০২

টপিক:

- ✓ সামাজিক ও জাতীয় আদর্শ গঠন এবং ব্যক্তিগত ও নাগরিক জীবনে মূল্যবোধ শিক্ষা, সুশাসনের গুরুত্ব ।
- ✓ জাতীয় উন্নয়নে মূল্যবোধ শিক্ষা ও সুশাসনের প্রভাব।
- ✓ বিবিধ।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

আলোচ্য বিষয়

- **সামাজিক ও জাতীয় আদর্শ গঠন এবং ব্যক্তিগত ও নাগরিক জীবনে মূল্যবোধ শিক্ষা সুশাসনের গুরুত্ব**
  - সুশাসনের গুরুত্ব
  - মূল্যবোধ শিক্ষার গুরুত্ব
  - সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

- **জাতীয় উন্নয়নে মূল্যবোধ শিক্ষা ও সুশাসনের প্রভাব**
  - জাতীয় উন্নয়নে সুশাসনের প্রভাব
  - জাতীয় উন্নয়নে মূল্যবোধ শিক্ষার প্রভাব
  - ই-গভর্নেন্স এবং সুশাসন
  - মানবাধিকার নিশ্চিতকরণে সুশাসন

- **বিবিধ**

নৈতিকতার সংজ্ঞা, উৎস ও প্রকৃতি; নৈতিকতা ও ধর্ম, ব্যক্তিগত নৈতিকতা; বাংলাদেশের সংবিধান, মানবাধিকার নীতিমালা ও সুশাসন; সংসদ; আইন প্রণয়ন ও অর্থ সংক্রান্ত পদ্ধতি; অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা; আইনের ধারণা, সংজ্ঞা ও উৎস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা; আইনের শ্রেণিবিভাগ; স্বাধীনতা; সাম্য; রাষ্ট্র ও ভোটাধিকার; চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী; নেতৃত্বের ধারণা, সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ; নেতৃত্বের প্রয়োজনীয় গুণাবলি; সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের ভূমিকা; গণতন্ত্র ও গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যাবলি; গণতন্ত্রের গুণ ও দোষ; প্রজাতন্ত্র; একনায়কতন্ত্র; একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য, গুণ ও দোষ বা ত্রুটি; জনমতের ধারণা, সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ; জনমত সংগঠনের মাধ্যম বা বাহন; গণতন্ত্র ও জনমত; সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনমত; রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণা ও সংজ্ঞা; রাজনৈতিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য; জনমত ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির তুলনা, সম্পর্ক ও পার্থক্য; আমলাতন্ত্রের ধারণা, সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য; আমলাদের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ ও চাকরির শর্ত; আমলাতন্ত্রের কার্যাবলি।

সুশাসনের গুরুত্ব

➢ সুশাসনের গুরুত্ব (Importance of Good Governance)

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাথে সুশাসনের সম্পর্ক অতিঘনিষ্ঠ। গণতন্ত্র ছাড়া সুশাসনের কথা কল্পনা করা যায় না। আধুনিক বিশ্ব গণতন্ত্রমুখী। পৃথিবীর অনেক দেশে এখনো গণতন্ত্র পৌঁছায় নি, কিন্তু সেগুলোর অনেক ক্ষেত্রেই গণতন্ত্রের সুবাতাস বইতে শুরু করেছে। সুশাসন হলো একটি রূপরেখা, নকশা জাতীয় বিষয়, পরিকল্পনা বা ছক। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণ ও সরকারের মধ্যকার সম্পর্কের একটি ধারণা সুশাসন ব্যবস্থায় চিত্রায়িত হয়। গণতন্ত্র যেহেতু জনগণের শাসনব্যবস্থা, সেহেতু তাদের ব্যবস্থায় কার কতখানি ভূমিকা, কার কতখানি অংশগ্রহণ দায়-দায়িত্ব ও কতটুকু অধিকার ভোগ দখল করতে পারবে, তার একটি পূর্ব রেখা বাতলে দেওয়া হয় সুশাসন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

➢ সমাজ ও জাতীয় আদর্শ গঠনে একজন নাগরিক হিসেবে ব্যক্তি জীবনে সুশাসনের গুরুত্ব:

- ✓ UNDP এর বর্ণনানুযায়ী, সুশাসন অন্যান্য বিষয়ের সাথে এ বিষয়গুলোর নিশ্চয়তাও বিধান করে যে, এর মাধ্যমে অংশগ্রহণ, দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছতা ও ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠিত হবে।
- ✓ World Bank এর মতে, সুশাসনের ফলে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পদসমূহের টেকসই উন্নয়ন ঘটে।
- ✓ রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য সুশাসন অত্যাবশ্যক- মিশেল ক্যামডেসাস।
- ✓ রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে- সুশাসন।
- ✓ জাতীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা বিধান করে- সুশাসন।

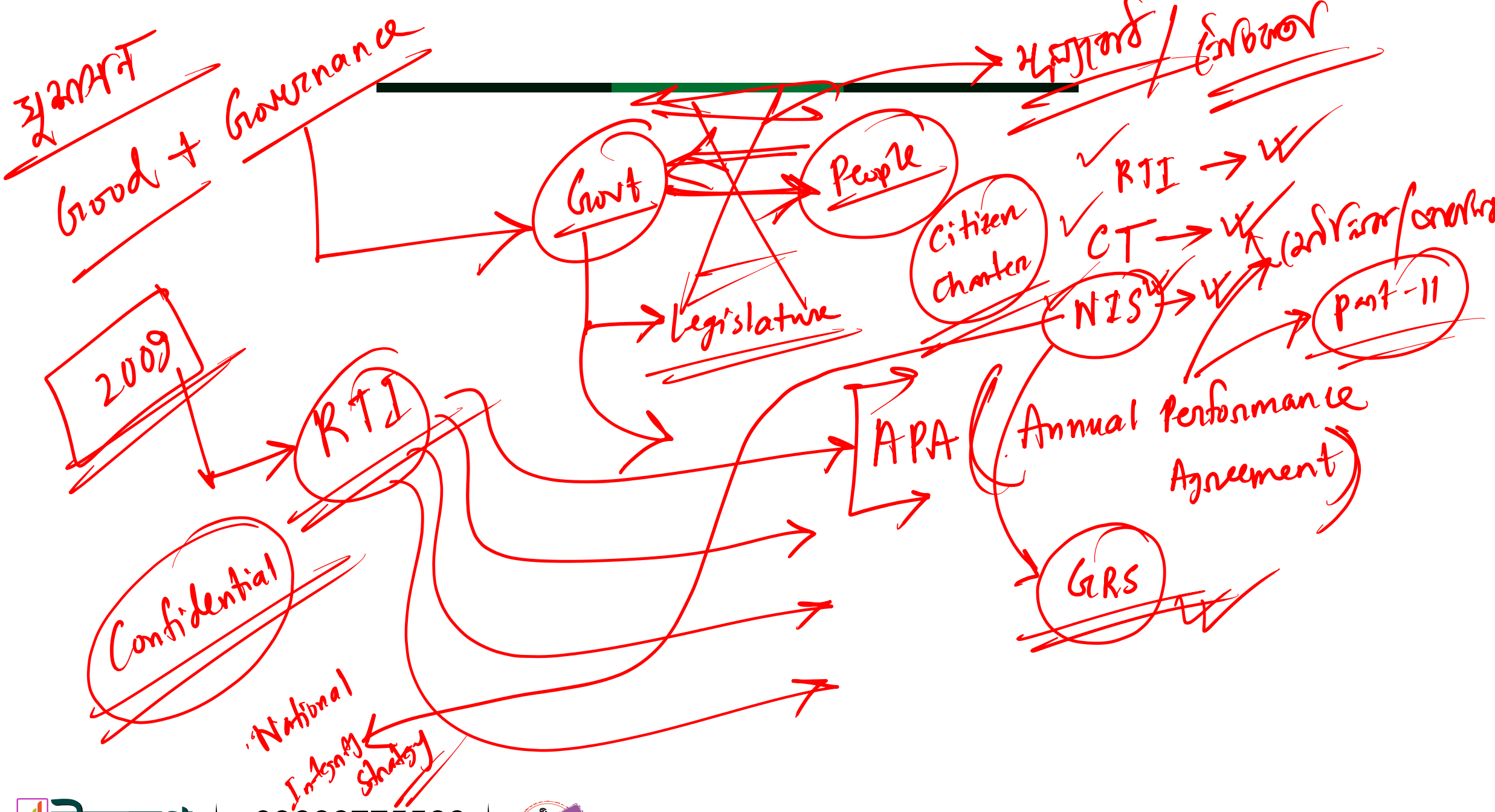

সুশাসন
Good + Governance
Govt
People
Legislature
Citizen Charter
RTI
CT
NIS
APA
Annual Performance Agreement
GRS
2009
RTI
Confidential
National Integrity Strategy

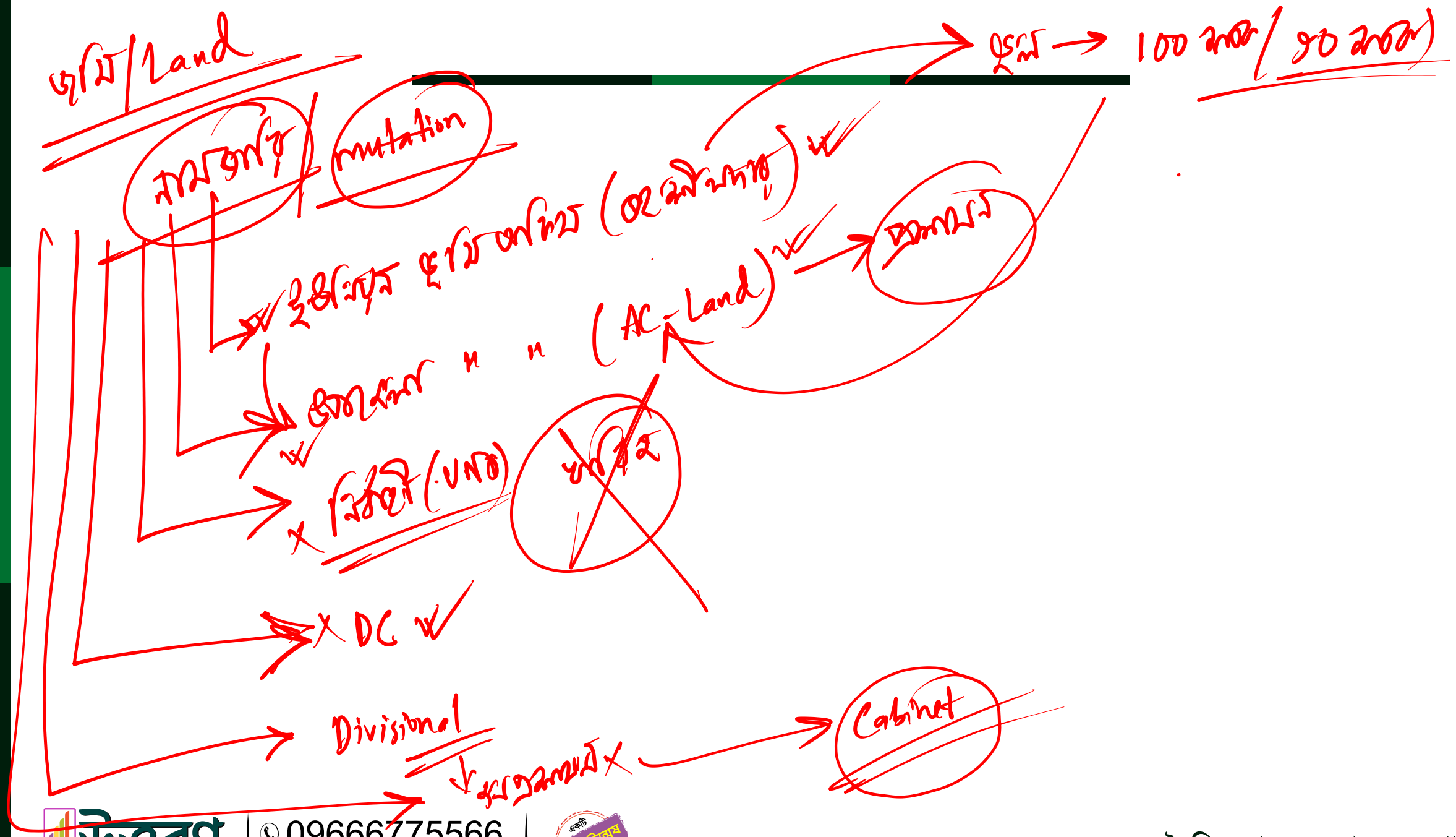
ভূমি/Land
Mutation
DC
Divisional
Cabinet

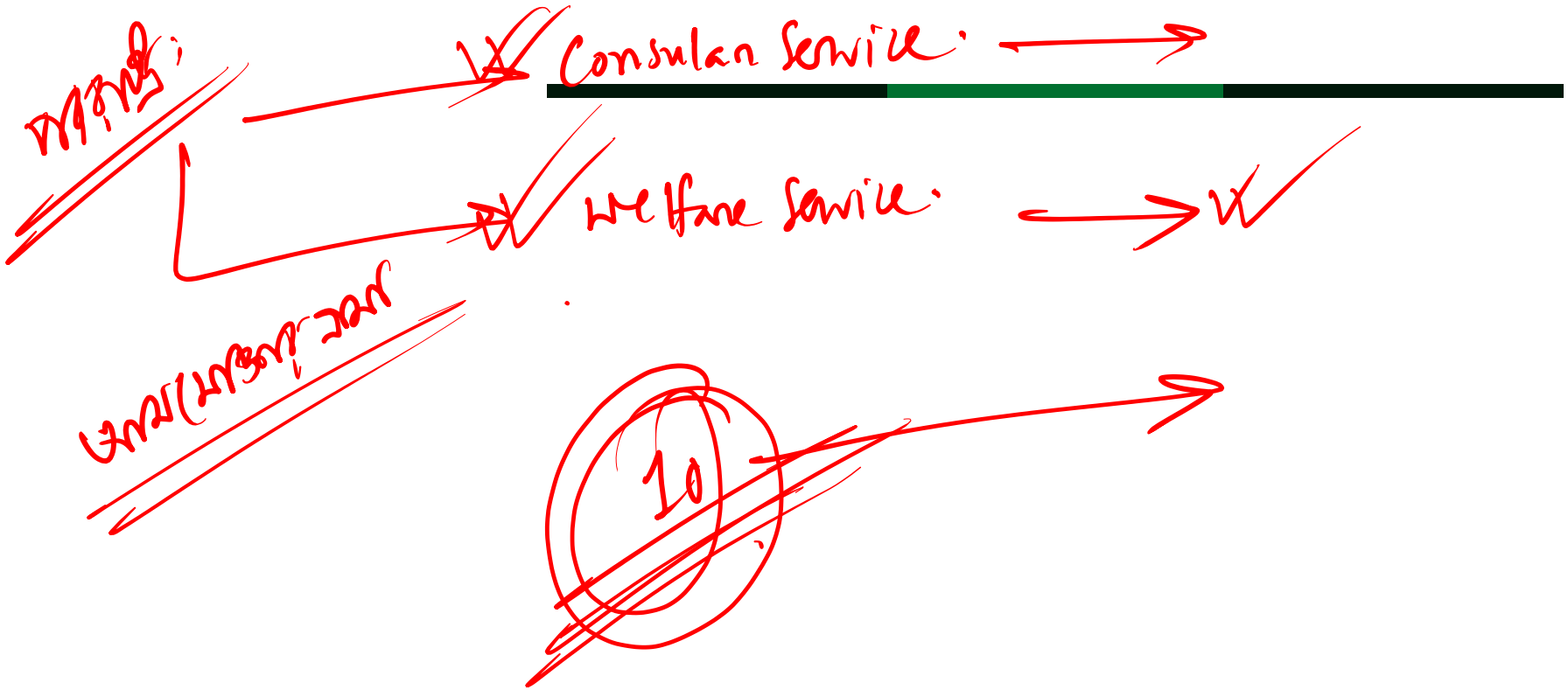
Consular Service
Welfare Service
10

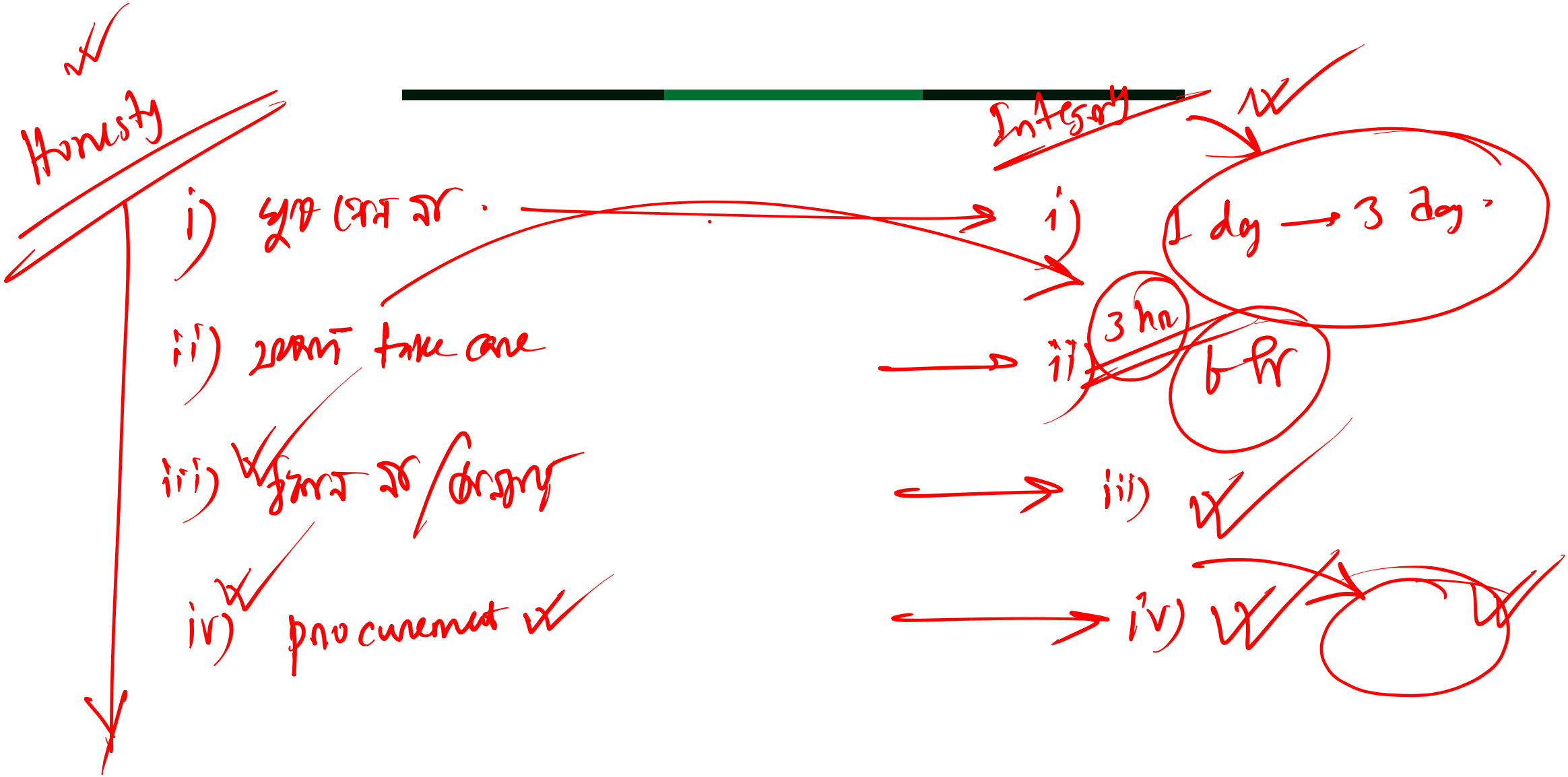

Honesty

i) ঘুষ খাব না।

ii) [illegible] take care

iii) [illegible] না / Company

iv) procurement

Integrity

i) 1 day → 3 day

ii) 3 hr → 6 hr

iii)

iv)

সুশাসনের গুরুত্ব

(ক) সামাজিক ক্ষেত্রে:

- সুষ্ঠু সমাজ গঠন
- সাম্য প্রতিষ্ঠা
- সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা
- সুষম সামাজিক উন্নয়ন
- দারিদ্রমুক্ত সমাজ গঠন
- সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ
- সামাজিক দায়িত্বশীলতা সৃষ্টি
- সামাজিক ঐক্য ও সংহতি বৃদ্ধি
- দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন
- জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা।

(খ) রাজনৈতিক ক্ষেত্রে:

- আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা
- রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ
- রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি
- সুযোগ্য নেতৃত্বের সৃষ্টি
- গণতন্ত্র শক্তিশালীকরণ
- আইন শৃঙ্খলার উন্নয়ন
- জনগণের মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার নিশ্চিতকরণ।

(গ) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে:

- অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা
- অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনগণের অংশগ্রহণ
- অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন
- মানবসম্পদ উন্নয়ন
- বহিঃশক্তির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস।

সুশাসনের গুরুত্ব

➢ সুশাসন প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব সম্পর্কে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা তুলে ধরা হলো:

- ✓ রাষ্ট্রীয় সকল দিক ও পর্যায়ের উন্নয়নে সুশাসন
- ✓ জাতির বৃহত্তর স্বার্থরক্ষায় সুশাসন
- ✓ প্রশাসনিক গতিশীলতা বৃদ্ধিতে সুশাসন অপরিহার্য
- ✓ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চারিত্রিক শুদ্ধতায় সুশাসন
- ✓ দুর্নীতি প্রতিরোধে সুশাসন
- ✓ পরনির্ভরশীলতা হ্রাসে সুশাসন
- ✓ স্বাধীন বিচার বিভাগ ও সুশাসন
- ✓ গঠনমূলক চিন্তাভাবনা ও পরিকল্পনা
- ✓ আর্থসামাজিক উন্নয়নে সুশাসন
- ✓ সংবিধানের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সুশাসন
- ✓ দেশপ্রেম ও সুশাসন
- ✓ মৌলিক অধিকার রক্ষা
- ✓ কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন

মূল্যবোধ শিক্ষার গুরুত্ব

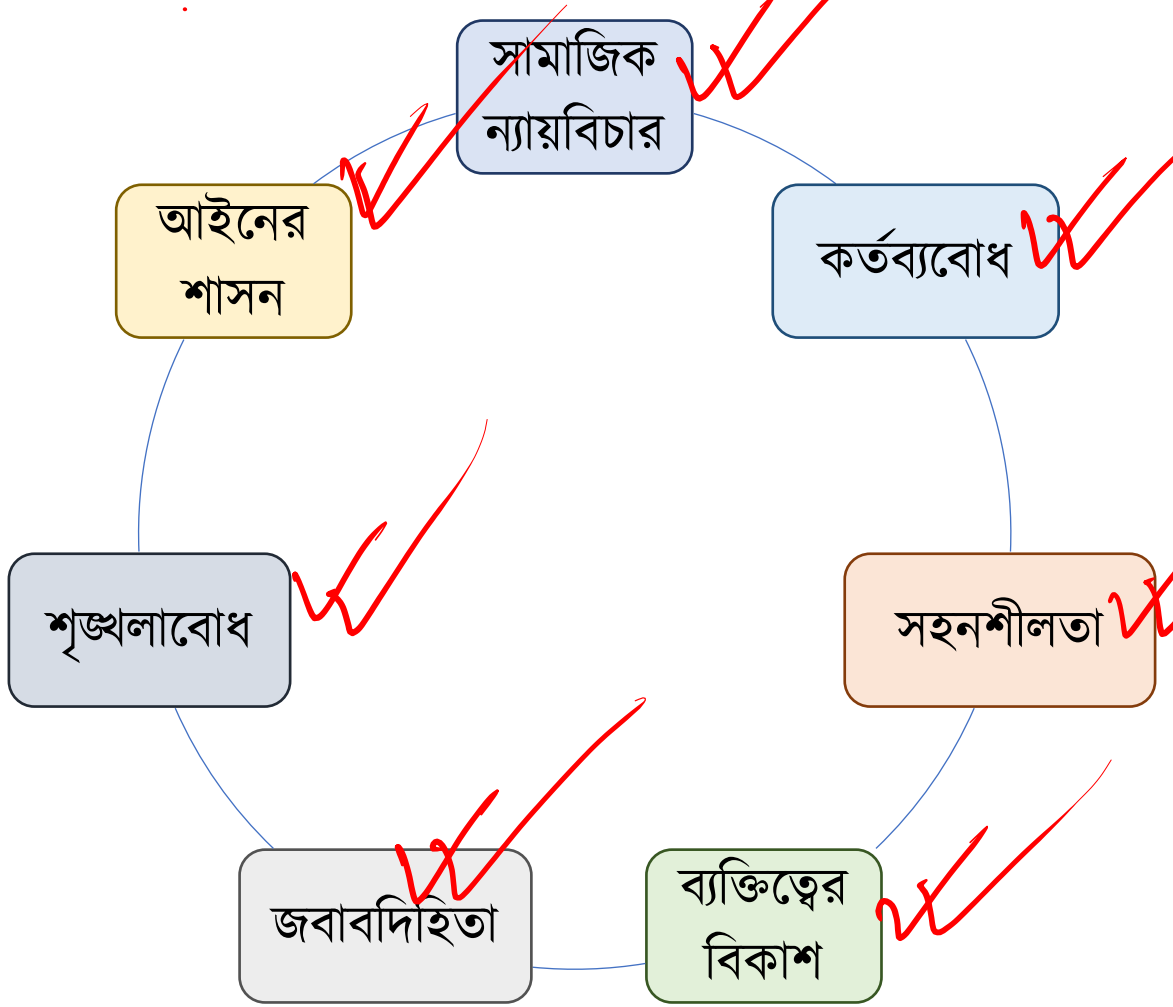

Sympathy

Emphathy

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য

সুশাসন ব্যাপারটা দ্বিপাক্ষিক। ১ম পক্ষ সরকার ও ২য় পক্ষ জনগণ। কাজেই শুধু সরকারকে পদক্ষেপ নিলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে না। সরকারের পাশাপাশি জনগণের কর্তব্য হলো নিজেদের সচেতন হওয়া, সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করা ও উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি। কেননা সুশাসন জনগণেরই জন্য, গণতন্ত্রের জন্য। গণতন্ত্রহীন সরকার ব্যবস্থায় সুশাসনের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায় না। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, যেগুলো পালনের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো হলো-

- ✓ সামাজিক দায়িত্ব পালন
- ✓ রাষ্ট্রের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদর্শন
- ✓ আইন মান্য করা
- ✓ যোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচন
- ✓ নিয়মিত কর প্রদান
- ✓ রাষ্ট্রের সেবা করা
- ✓ সন্তানদের শিক্ষাদান
- ✓ রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ
- ✓ জাতীয় সম্পদ রক্ষা
- ✓ আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সাহায্য করা
- ✓ সংবিধান মেনে চলা
- ✓ উদার ও প্রগতিশীল দলের প্রতি সমর্থন

জাতীয় উন্নয়নে সুশাসনের প্রভাব

সুশাসন ও জাতীয় উন্নয়ন ওতপ্রোতভাবে জড়িত, পরস্পরের- সম্পূরক। একটিকে বাদ দিয়ে আরেকটি কল্পনা করা যায় না। সুশাসনের প্রভাব:

- ✓ সব ক্ষেত্রের কাজে স্বচ্ছতা আসে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার কারনে সরকার অর্থ ব্যয়ে জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণের নিশ্চয়তা বিধান করে।
- ✓ কাজের জবাবদিহিতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত হয়। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা পায়। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সুসংহত হয়।
- ✓ ক্ষমতাসীন, বিরোধী দল এবং প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিদের স্বেচ্ছাচারী মনোভাব দূরীভূত হয়।
- ✓ আন্তর্জাতিকভাবে দেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পায়।
- ✓ শাসন ক্ষমতায় যোগ্য নেতার আর্বিভাব ঘটে এবং তার নেতৃত্বে বলিষ্ঠভাবে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়।
- ✓ জনগণের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পায়।
- ✓ শিক্ষা ও মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটে।
- ✓ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ঘটে।
- ✓ সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়।
- ✓ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত হয়।
- ✓ নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা পায় ইত্যাদি।

জাতীয় উন্নয়নে মূল্যবোধ শিক্ষার প্রভাব

জাতীয় উন্নয়নে মূল্যবোধ শিক্ষার প্রভাব

- ✓ মূল্যবোধ শিক্ষা- মানুষের মধ্যে সততা, নৈতিকতা, সচ্চরিত্র, মানবকল্যাণমূলকচেতনা এবং জাতীয় উন্নয়নের বোধ জাগ্রত করে।
- ✓ দুর্নীতি, সন্ত্রাস, রাহাজানি, ঘুষ, জবরদখল, লুটপাট, নারী নির্যাতন, লিঙ্গবৈষম্য, অবিচার প্রভৃতি উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা দূর করে জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করে।
- ✓ জাতীয় উন্নয়নের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শান্তি ও স্থিতিশীলতার পরিবেশ সৃষ্টি করে।
- ✓ সামাজিক শৃঙ্খলা ও ন্যায়বিচারের অনুপ্রেরণা আসে।
- ✓ মানুষ কর্মজীবনে সৎ ও ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বন করে।
- ✓ ব্যক্তির কর্তব্যবোধের ভিত্তি স্থাপিত হয়।
- ✓ ব্যক্তি, সমাজ এমনকি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ✓ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ থেকে রাজনীতিকে সহনশীলতা আত্মসংযম এবং অপরের মতকে শ্রদ্ধার অনুপ্রেরণা আসে।
- ✓ একটি জাতির সভ্যতা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে সুস্পষ্ট প্রভাব ফেলে।
- ✓ মূল্যবোধ জাতীয় উন্নয়নের চাবিকাঠি।

সমাজের মূল্যবোধ শিক্ষা ও সুশাসনের উপাদানগুলোর প্রতিষ্ঠা

- সুশাসন প্রতিষ্ঠা সহজ হয় - রাষ্ট্রব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনলে।
- সুশাসনের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা কোনটি - দুর্নীতি।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় হলো - দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অঞ্চলপ্রীতি প্রভৃতি।
- জাতিসংঘের মতে, সুশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য - মৌলিক স্বাধীনতা উন্নয়ন।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের কর্তব্য হলো- নিয়মিত কর প্রদান।
- কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের অপরিহার্য শর্ত - সুশাসন প্রতিষ্ঠা।
- সুশাসন বাধাগ্রস্ত হয় - আইনের শাসন না থাকলে।
- সুশাসনের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে - সরকার।
- মানুষের মৌলিক অধিকার ও বাক্‌স্বাধীনতা রক্ষা পায় না - সুশাসন ছাড়া।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত হলো- নিয়মনীতির অনুসরণ।
- নাগরিকগণ আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ও অধিকার ভোগ করতে পারে - সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে।
- সুশাসনের মানদণ্ড হলো - জনগণের সম্মতি ও সন্তুষ্টি।
- একটি দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য অত্যাবশ্যক হচ্ছে - সুশাসন প্রতিষ্ঠা।
- একটি দেশের প্রকৃত সুশাসন গড়ে ওঠে - রাজনৈতিক কর্তব্য নির্ভর করে।

POLL QUESTION-01

➲ Commission on Global Governance-কত সালে সুশাসন ধারণার উপর জোর দেন-

(a) ১৯৮৯ সালে

(b) ১৯৯২ সালে

(c) ১৯৯৭ সালে

(d) ১৯৯৫ সালে

ই-গভর্নেন্স এবং সুশাসন

- বিশ্বব্যাংক (World Bank) প্রদত্ত সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, "ই-গভর্নেন্স বলতে সরকারি তথ্য প্রযুক্তি (নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট, মোবাইল প্রভৃতি) ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণ, ব্যবসায়ী এবং সরকারের অন্যান্য শাখার মধ্যে যোগাযোগের সক্ষমতাকে বোঝায়।" (E-Governance refers to the use by Government agencies of information technologies such as networking internet, mobile etc.) that have the ability to transform relations with citizens, businesses and other arms of government.)

- জাতিসংঘ (U.N) ২০০৬ সালে প্রদত্ত এক সংজ্ঞায় বলেছে যে, "সরকারি তথ্য ও সেবা ইন্টারনেট এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের মাধ্যমে জনগণের নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থাই হলো ই-গভর্নেন্স।" (E-Governance is defined as the employment of the internet and the worldwide web for delivering government information and service to the citizens.)

Electronic

Union Digital Centre

ই-গভর্নেন্স এবং সুশাসন

✓ ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু E-Governance কে 'SMART Government' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে "SMART" শব্দটির পূর্ণরূপ হলো-

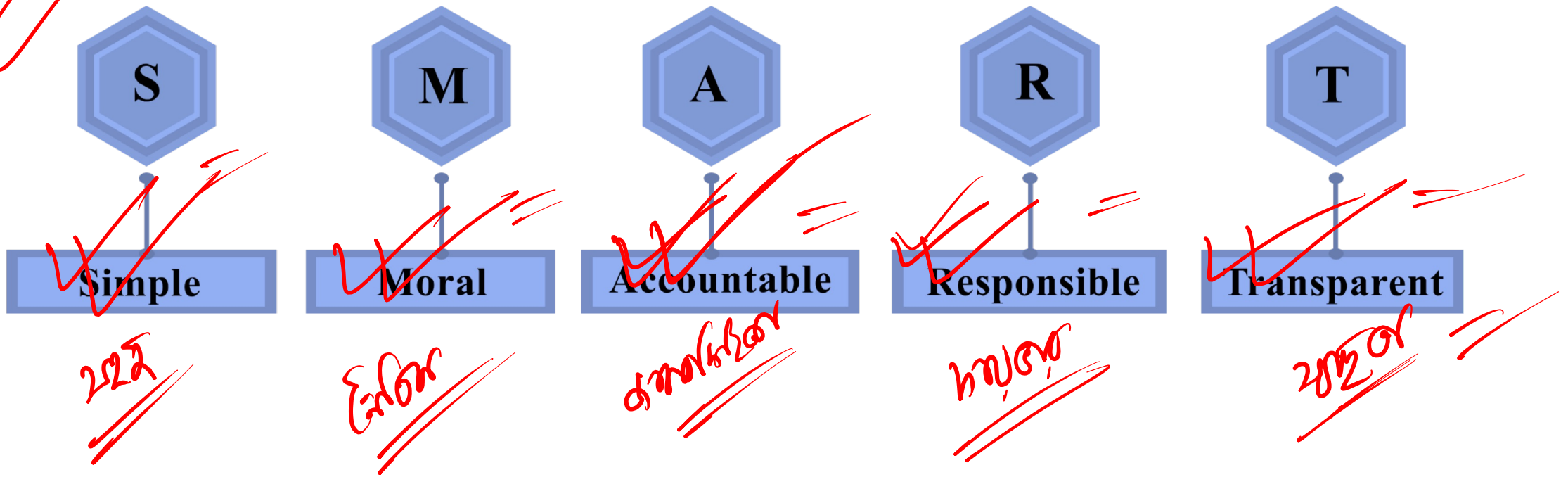

ই-গভর্নেন্স এবং সুশাসন

❑ ই-গভর্নেন্স এর প্রকারভেদ

Figure 1: Types of e-government transactions

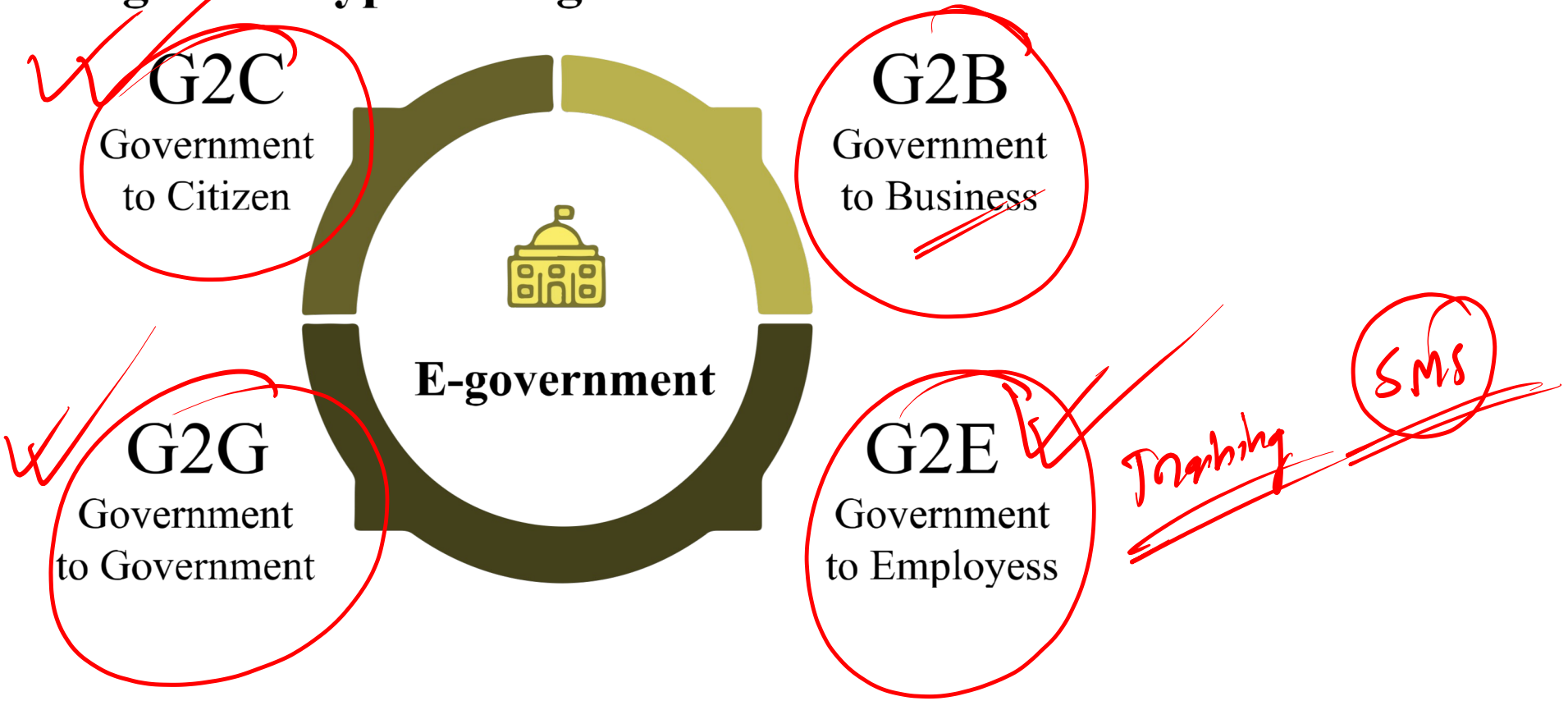

ই-গভর্নেন্স এবং সুশাসন

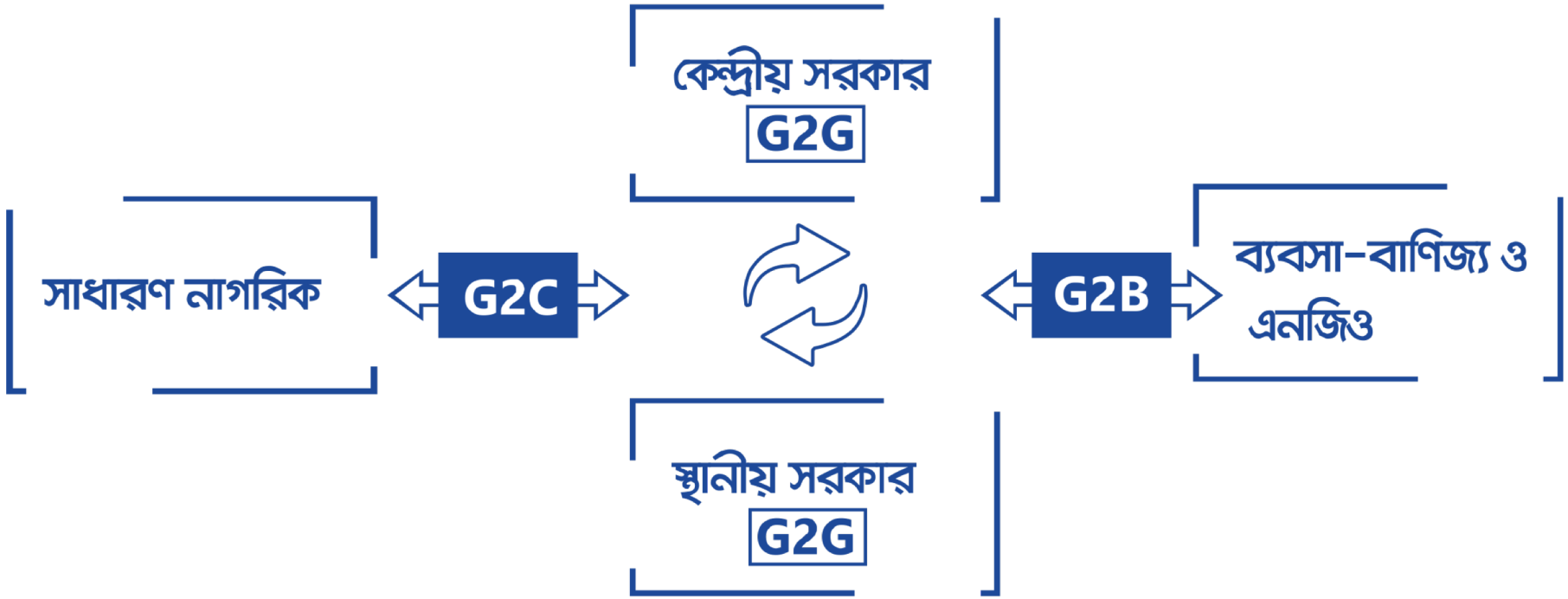

চিত্র: ই-গভর্নেন্সের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক

ই-গভর্নেন্স এবং সুশাসন

❑ সুশাসন ও ই-গভর্নেন্স-এর সুবিধা

ই-গভর্নেন্স এবং সুশাসন

❑ ই-গভর্নমেন্ট ও ই-গভর্নেন্স এর তুলনামূলক বিশ্লেষণ

ই-গভর্নমেন্ট	ই-গভর্নেন্স
সরকারী কার্যক্রম, সচেতন নাগরিকদের সহায়তা ও সেবা সরবরাহের লক্ষ্যে আইসিটির প্রয়োগকে ই-গভর্নমেন্ট বা ই-সরকার বলা হয়।	ই-গভর্নেন্স বলতে জনগণের কাছে বিতরণ করা তথ্য ও সেবার পরিসর এবং মান বাড়ানোর ক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহারকে কার্যকর করার পদ্ধতিকে বোঝায়।
এটি সুশাসন বাস্তবায়নের পদ্ধতি।	এটি সুশাসনের কার্যকারিতা বৃদ্ধির কৌশলগত ধাপ।
এটি একটি একমুখী যোগাযোগ প্রটোকল।	এটি দ্বিমুখী যোগাযোগ প্রটোকল।

সুশাসন ও ই-গভর্নেন্স-এর প্রতিবন্ধকতা

ই-গভর্নেন্সের সুবিধা অনেক, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে এটি প্রচলন করা ব্যয়বহুল সময় সাপেক্ষ। উন্নয়নশীল দেশগুলো ই-গভর্নেন্স চালু করতে গিয়ে নানা ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। বাধাগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো-

- ✓ দিম্পি শ্রীবাস্তব এবং কে শর্মা (২০১০), ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হিসেবে ভৌগোলিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাকে চিহ্নিত করেছেন। নিরক্ষরতা ও অবকাঠামোগত সংকটের কারণেও ই-গর্ভনেন্সের সফলতার সম্ভাবনা কমে যায়।
- ✓ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নাগরিক বিপুল অংশের মধ্যে সচেতনতার অভাব থাকায়, তারা ই-গভর্নেন্সের সুবিধা গ্রহণে এখনো অক্ষম। অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের সরকারি পোর্টালে এখন প্রায় ৬৫টি সেবার ফরম পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণ জনগোষ্ঠীর অনেকেই এ সম্পর্কে অবগত নয়।
- ✓ বাংলাদেশের মতো অনেক দেশে ই-গভর্নেন্স যথাযথভাবে কার্যকর করার পথে একটি প্রধান অন্তরায় বিদ্যুৎ সংযোগ ও বিদ্যুৎ ঘাটতি, পল্লি অঞ্চলে ঘনঘন লোডশেডিং, ইন্টারনেটের ধীর গতি ও উচ্চমূল্য।

ই-গভর্নেন্স এবং সুশাসন

- ✓ ব্যক্তি পর্যায়ে ই-গভর্নেন্সের সুবিধা পেতে হলে নিজস্ব কম্পিউটার থাকা জরুরি, যা দরিদ্র জনগণের পক্ষে সম্ভবপর হয় না।
- ✓ কম্পিউটারের সার্ভার তথ্য ভান্ডার হিসেবে কাজ করে বিধায়, প্রযুক্তিগত কারণে এ সার্ভারের কার্যক্রমে ত্রুটি দেখা দিলে রাষ্ট্রীয়, সরকারি ও ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস হবার আশঙ্কা থাকে।
- ✓ প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনি কাঠামোর অভাবে অনেক সময় ই-গভর্নেন্স চালুকরণের উদ্যোগ বাধাগ্রস্ত হয়।
- ✓ দক্ষ কর্মীর স্বল্পতা ই-গভর্নেন্স এর পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।
- ✓ ই-গভর্নেন্স ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বিশাল অংকের অর্থ ব্যয় হয়। তার বিনিময়ে প্রাপ্ত ফলাফল এখনো আশানুরূপ নয়।
- ✓ ই-গভর্নেন্স সেবা ও সুবিধাগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে পৌঁছায় না। ফলে যেসব মানুষ নিরক্ষর বা দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে তাদের জন্য সেবা গ্রহণ করা সত্যিই অচিন্তনীয়।
- ✓ ই-গভর্নেন্সের বিরোধিতাকারীরা যুক্তি দেখান যে, এর স্বচ্ছতার বিষয়টি অস্পষ্ট। কেননা সম্পূর্ণ বিষয়টি সরকার নিজেই নিয়ন্ত্রণ করে। সরকার জনগণকে না জানিয়েই যেকোনো সময় যেকোনো তথ্য যোগ বা বিয়োগ করতে পারে।

ই-গভর্নেন্স এবং সুশাসন

- দুর্নীতি দমন কমিশনে সরাসরি অভিযোগ জানানোর লক্ষ্যে চালু করা হয়েছে হটলাইন যার নম্বর ১০৬।
- সরকারি সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে স্থাপন করা হয়েছে- Utility Payment Platform (UPP)।
- সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বাড়াতে চালু করা হয়েছে- iBAS++ (Integrated Budget and Accounting System)।
- যে সংস্থার অর্থায়নে Aspire to Innovate (A2i) প্রোগ্রাম চালু হয়- UNDP.

স্মার্ট বাংলাদেশ- ২০৪১: জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও উদ্ভাবনী বাংলাদশ

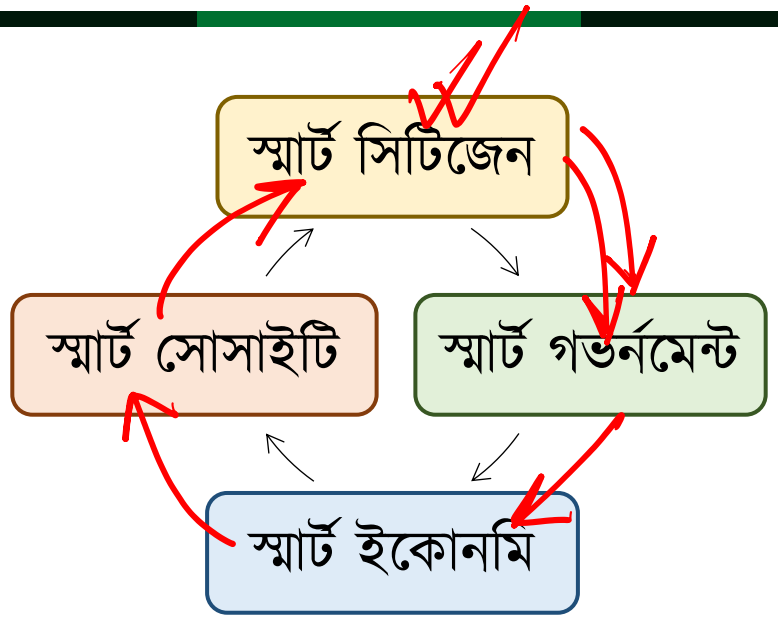

- স্মার্ট বাংলাদেশ বাস্তবায়নের জন্য "স্মার্ট বাংলাদেশ টাস্কফোর্স" গঠিত হয়-আগষ্ট ১৬, ২০২২ তারিখে। এর সদস্য সংখ্যা ৩০ জন। এর নয়টি কার্যপরিধিও সুস্পষ্ট করা হয়েছে। যথা:
- ✓ অগ্রসরমান তথ্যপ্রযুক্তি বাস্তবায়ন বিষয়ক দিক-নির্দেশনা প্রদান।
- ✓ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও আর্থিক খাতের কার্যক্রম স্মার্ট পদ্ধতিতে রূপান্তরের সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দিক-নির্দেশনা প্রদান।

স্মার্ট বাংলাদেশ- ২০৪১: জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও উদ্ভাবনী বাংলাদশ

- ✓ স্মার্ট ও সর্বত্র বিরাজমান সরকার গড়ে তোলার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, বাণিজ্যিক ও বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডলে তথ্য প্রযুক্তির নির্দেশনা প্রদান।
- ✓ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট -২ উৎক্ষেপণে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান।
- ✓ এজেন্সি ফর নলেজ অন অ্যারোনটিক্যাল এন্ড স্পেস হরাইজন (আকাশ) প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান।
- ✓ ব্লেন্ডেড এডুকেশন মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং 5G সেবা চালু পরবর্তী সময়ে ব্যন্ডউইথের চাহিদা বিবেচনায় চতুর্থ সাবমেরিন ক্যাবল সংযোগের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান।
- ✓ রপ্তানিতে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য মাত্রা অর্জনে মেইড ইন বাংলাদেশ পলিসি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সময়াবন্ধ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে দিক-নির্দেশনা প্রদান।
- ✓ আর্থিক খাতের ডিজিটালাইজেশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান।
- ✓ স্মার্ট বাংলাদেশ ২০৪১ বাস্তবায়নে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে দিক-নির্দেশনা প্রদান।

সুশাসনের সাথে সম্পর্কিত সংবিধানের অনুচ্ছেদসমূহ

➢ **দ্বিতীয় ভাগ : রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি (অনুচ্ছেদ ৮ - ২৫)**

অনুচ্ছেদ	বিষয়	অনুচ্ছেদ	বিষয়
৮	মূলনীতিসমূহ	১৮	জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা
৯	জাতীয়তাবাদ	১৮ক	পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন
১০	সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি	১৯	সুযোগের সমতা
১১	গণতন্ত্র ও মানবাধিকার	২০	অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম
১২	ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা	২১	নাগরিক ও সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য
১৩	মালিকানা নীতি	২২	নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ
১৪	কৃষক ও শ্রমিকের মুক্তি	২৩	জাতীয় সংস্কৃতি
১৫	মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা	২৩ক	উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি
১৬	গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি-বিপ্লব	২৪	জাতীয় স্মৃতিনিদর্শন প্রভৃতি
১৭	অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা	২৫	আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন

সুশাসনের সাথে সম্পর্কিত সংবিধানের অনুচ্ছেদসমূহ

➢ তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার (অনুচ্ছেদ ২৬ - ৪৭ক)

অনুচ্ছেদ	বিষয়	অনুচ্ছেদ	বিষয়
২৬	মৌলিক অধিকারের সহিত অসামঞ্জস্য আইন বাতিল	৩৮	সংগঠনের স্বাধীনতা
২৭	আইনের দৃষ্টিতে সমতা	৩৯	চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্-স্বাধীনতা
২৮	ধর্ম প্রভৃতি কারণে বৈষম্য	৪০	পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা
২৯	সরকারি নিয়োগ লাভে সুযোগের সমতা	৪১	ধর্মীয় স্বাধীনতা
৩০	বিদেশী খেতাব প্রভৃতি গ্রহণ, নিষিদ্ধকরণ	৪২	সম্পত্তির অধিকার
৩১	আইনের আশ্রয়-লাভের অধিকার	৪৩	গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ
৩২	জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার-রক্ষণ	৪৪	মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ
৩৩	গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ	৪৫	শৃঙ্খলামূলক আইনের ক্ষেত্রে অধিকারের পরিবর্তন
৩৪	জোরজবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধকরণ	৪৬	দায়মুক্তি-বিধানের ক্ষমতা
৩৫	বিচার ও দণ্ড সম্পর্কে রক্ষণ	৪৭	কতিপয় আইনের হেফাজত
৩৬	চলাফেরার স্বাধীনতা	৪৭ক	সংবিধানের কতিপয় বিধানের অপ্রযোজ্যতা
৩৭	সমাবেশের স্বাধীনতা		

POLL QUESTION-02

➲ মূল্যবোধের চালিকাশক্তি কোনটি?

(a) সংস্কৃতি

(b) শিফা

(c) নব্য আধুনিকতা

(d) শৃঙ্খলাবোধ

আইনের ধারণা ও সংজ্ঞা

- রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও আইনবিদগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আইনের সংজ্ঞা প্রদান করেছেনঃ
- এরিস্টটল (Aristotle): যুক্তিসিদ্ধ ইচ্ছার অভিব্যক্তিই হচ্ছে আইন।
- "আইন সার্বভৌম শক্তির আদেশ" ..... টমাস হবস, জ্যাঁ বোঁদা, অধ্যাপক হল্যান্ড, জন অস্টিন।
- "যেখানে আইন নেই সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না" ..... জন লক।

➢ আইনবিদগণের মতে, আইনের বিভিন্ন উৎস

জন অস্টিন	অধ্যাপক হল্যান্ড	ওপেনহাইম
• সার্বভৌম আদেশ	• প্রথা • ধর্ম • বিচারকের রায় • ন্যায়বিচার • বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা • আইনসনভা	• প্রথা • ধর্ম • বিচারকের রায় • ন্যায়বিচার • বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা • আইনসনভা • জনমত

আইনের উৎস

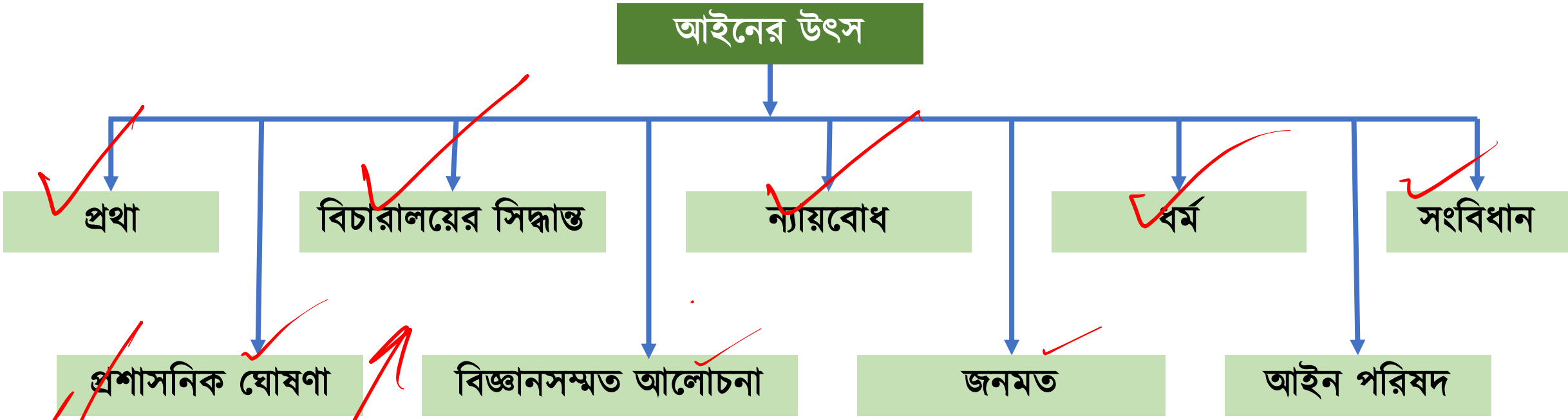

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- প্রাচীনতম উৎস- প্রথা। গ্রেট ব্রিটেনে প্রথাভিত্তিক আইন রয়েছে।
- গুরুত্বপূর্ণ উৎস- ধর্ম। পারিবারিক ও সম্পত্তি সংক্রান্ত আইন ধর্ম থেকে নেয়া হয়।
- আধুনিককালের আইনের উৎস- আইন পরিষদ।
- আইনের মৌলিক উৎস- সংবিধান।
- স্বাধীনতার রক্ষক ও অভিভাবক- আইন।

আইনের শ্রেণিবিভাগ

☐ আইনের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Law)

- ✓ **জাতীয় আইন:** জাতীয় আইন দুই প্রকার। যথা- (i) সরকারি আইন (ii) বেসরকারি আইন।
- ✓ **আন্তর্জাতিক আইন:** যে সমস্ত আইন আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধানে ব্যবহৃত হয়। আন্তর্জাতিক আইন দুই প্রকার। যথা- (i) ব্যক্তিকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক আইন (ii) সরকারি আন্তর্জাতিক আইন।
- ✓ **প্রশাসনিক আইন:** ব্যক্তি বা শাসন কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত আইনই হচ্ছে প্রশাসনিক আইন।
- ✓ **ফৌজদারী আইন:** সমাজে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, অপরাধীকে দণ্ড দেয়া এবং নাগরিক জীবনের নিরাপত্তা বিধানে প্রণীত আইন।

স্বাধীনতা

❑ স্বাধীনতার সংজ্ঞা (Definiton of Liberty)

➢ **উৎপত্তিগত অর্থে স্বাধীনতাঃ** স্বাধীনতার ইংরেজি প্রতিশব্দ liberty. Liberty শব্দটি ল্যাটিন শব্দ Liber থেকে এসেছে। যার অর্থ হচ্ছে free বা স্বাধীনতা। শাব্দিক অর্থে মানুষের ইচ্ছানুযায়ী কিছু বলার বা করার ক্ষমতাকে স্বাধীনতা বলা হয়। এ দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাধীনতা বলতে অধীনতাযুক্ত অবস্থাকেই নির্দেশ করে।

➢ **স্বাধীনতা সম্পর্কিত কিছু প্রামাণ্য সংজ্ঞা:**

- **জন স্টুয়ার্ট মিল:** "মানুষের মৌলিক শক্তির বলিষ্ঠ, অব্যাহত ও বিভিন্নমুখী প্রকাশই স্বাধীনতা। স্বাধীনতা অর্থ মানুষ কর্তৃক নিজের উপায়ে কল্যাণ অনুধাবন করা।" (Essay on Liberty)

- **হার্বার্ট স্পেনসার:** "স্বাধীনতা বলতে খুশিমত কাজ করাকে বোঝায়, যদি উক্ত কাজ দ্বারা অন্যের অনুরূপ স্বাধীনতা উপভোগে বাধার সৃষ্টি না হয়"

নেতৃত্বের প্রকারভেদ ও প্রয়োজনীয় গুণাবলি

- **নেতৃত্ব প্রধানত চার প্রকারের।** যথা:
  (১) বিশেষজ্ঞ সুলভ নেতৃত্ব,
  (২) রাজনৈতিক নেতৃত্ব,
  (৩) সম্মোহনী নেতৃত্ব এবং
  (৪) প্রশাসনিক নেতৃত্ব বা ব্যবস্থাপকের নেতৃত্ব।

- এছাড়াও আরো কয়েক ধরনের নেতৃত্বের কথা আলোচনা করা যায়। যথা-
  - তত্ত্বাবধানকারী নেতৃত্ব
  - একনায়কতান্ত্রিক নেতৃত্ব
  - গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব
  - সর্বাত্মকবাদী নেতৃত্ব
  - সনাতন নেতৃত্ব

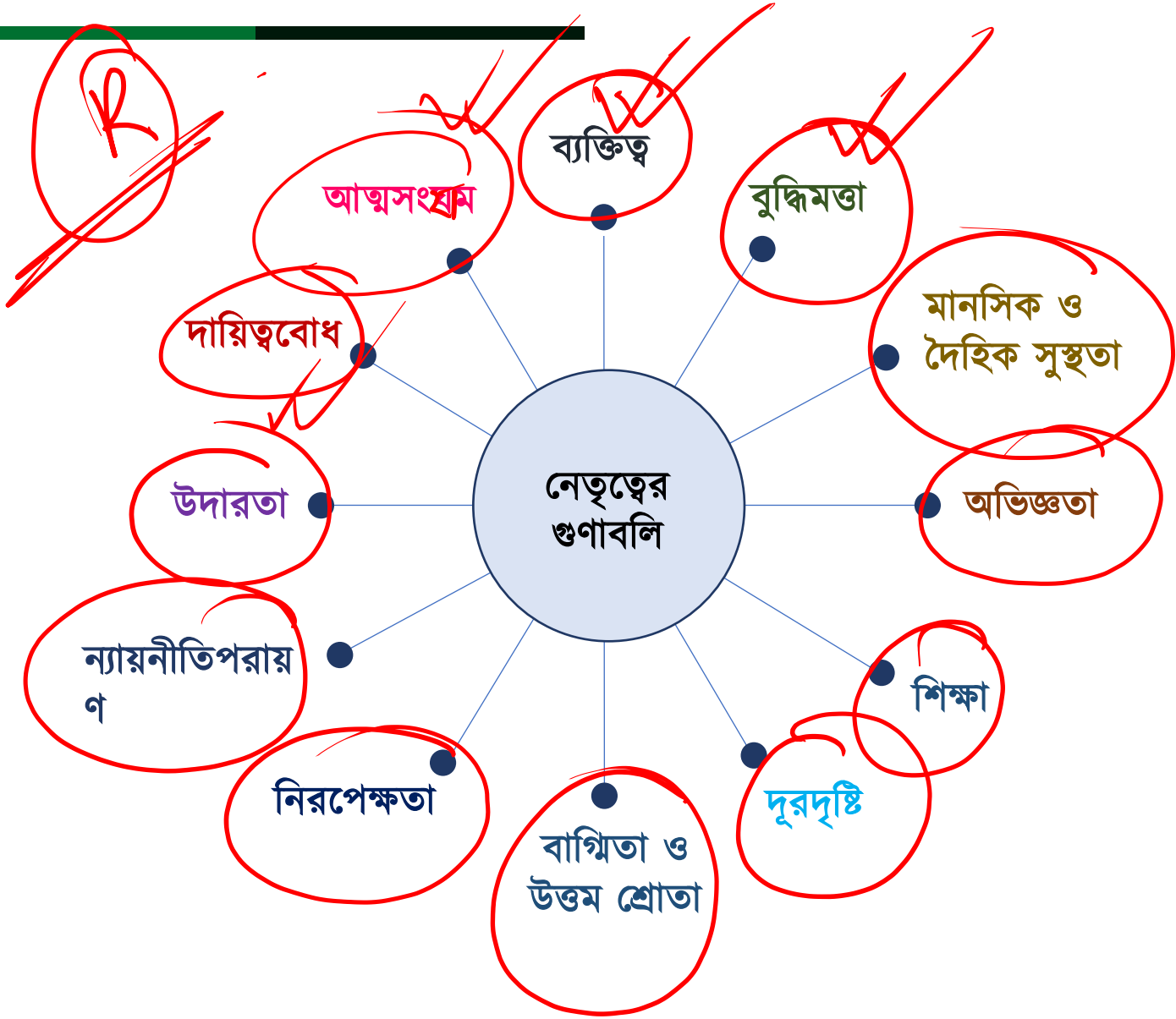

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের ভূমিকা

- **দলীয় নীতি নির্ধারণঃ** নেতৃত্বের প্রথম কাজ হলো নিজ দলের নীতি নির্ধারণ। নীতি নির্ধারণের ওপর সংগঠনের সাফল্য নির্ভর করে। তবে দলীয় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তা সুশাসনের সহায়ক হয়।
- **রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণঃ** নেতৃত্বের অন্যতম কাজ হলো রাষ্ট্রীয় নীতি সম্পর্কে দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি স্থির করা। ভবিষ্যতে দল ক্ষমতায় গেলে কীভাবে রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ করা হবে এবং সেক্ষেত্রে কোন কোন বিষয় প্রাধান্য পাবে এবং তা সুশাসনকে তুরান্বিত করবে কীনা সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা কার্যকর করতে হবে।
- **সুষ্ঠু জনমত গঠনঃ** জনমত গঠনে নেতৃত্বের ভূমিকা অসামান্য। সুস্থ, সুন্দর, সুষ্ঠু ও কল্যাণকামী জনমত গঠন করে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথকে প্রশস্ত করতে নেতৃত্ব যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে।
- **রাজনৈতিক শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধিঃ** নেতাদের বক্তব্য জনগণকে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত ও সচেতন করে তোলে। জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে সুশাসনও নিশ্চিত হয়।

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্বের ভূমিকা

- **সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়নঃ** নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করে দলকে শক্তিশালী করা, নির্বাচনে জয়লাভ এবং সরকার গঠন করা। সুযোগ্য নেতৃত্ব জয়যুক্ত হয়ে সরকার গঠন করে রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও সঠিক ও বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হন।
- **জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ়করণঃ** সুযোগ্য নেতৃত্ব বক্তব্য-বিবৃতি এবং প্রচার-প্রচারণা দ্বারা জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় করে তোলেন। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।
- **সমন্বয় সাধনঃ** সুযোগ্য নেতৃত্ব বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের কাজের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটিয়ে রাষ্ট্রের উন্নয়ন ঘটান এবং সুশাসন নিশ্চিত করেন।
- **গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সুদৃঢ়করণঃ** সুযোগ্য নেতৃত্ব গণতান্ত্রিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখে। এর ফলে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় ও ব্যক্তি স্বাধীনতা সুরক্ষিত হয়।

গণতন্ত্র (DEMOCRACY)

✓ গণতন্ত্র আধুনিক যুগের সবচেয়ে জনপ্রিয় সরকার। গণতন্ত্রে সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার উৎস জনগণ। গণতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ Democracy, যা গ্রিক শব্দ Demos এবং Kratos বা Kratia থেকে উদ্ভূত। Demos অর্থ জনগণ এবং Kratos বা Kratia শব্দের অর্থ শাসন ক্ষমতা। সুতরাং শব্দগত অর্থে গণতন্ত্রের অর্থ হচ্ছে "জনগণের শাসন ক্ষমতা"।

✓ গণতন্ত্র সম্পর্কে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও রাজনীতিবিদ বিভিন্নরকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যথা-

- **গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস:** "গণতন্ত্র এমন এক প্রকার শাসনব্যবস্থা যেখানে শাসন ক্ষমতা আইনত কোনো শ্রেণি বা শ্রেণিসমূহের ওপর ন্যস্ত না থেকে সমাজের সকল সদস্যদের ওপর ন্যস্ত থাকে।"

- **স্যার জন সীলি:** "গণতন্ত্র হচ্ছে এমন এক ধরনের সরকার যেখানে সকলেরই অংশগ্রহণের সুযোগ আছে।" (Democracy is a government in which everyone has a share).

গণতন্ত্র (DEMOCRACY)

- **অধ্যাপক ডাইসি (Prof. Dicey):** "গণতন্ত্র হচ্ছে এমন এক শাসনব্যবস্থা যেখানে শাসকগণ তুলনামূলকভাবে জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ" (Democracy is a form of government in which the governing body is a comparatively large fraction of the entire population.)

- **সি. ই. স্ট্রং (C. E. Strong):** "শাসিত জনগণের সক্রিয় সম্মতির ওপর যে সরকার প্রতিষ্ঠিত, তাই গণতন্ত্র।" (Democracy implies that government which shall rest on active consent of the governed.)

- **প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন (Abraham Lincoln) :** "গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের কল্যাণের জন্য, জনগণের দ্বারা পরিচালিত, জনপ্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা।" (Democracy is a government of the people, by the people and for the people.)

গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যাবলি ও প্রকারভেদ

- বহুদলীয় ব্যবস্থা
- নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা
- সংবাদপত্রের স্বাধীনতা
- প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার
- দায়িত্বশীল সরকার
- জনগণের সম্মতি
- স্বাধীন বিচারব্যবস্থা
- আইনের শাসন

➢ গণতন্ত্র দু'প্রকার হতে পারে। যথা-

(১) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (Direct Democracy)

(২) পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র (Indirect or Representative Democracy).

প্রত্যক্ষ বা বিশুদ্ধগণতন্ত্রে নাগরিকগণ রাষ্ট্রীয় কার্যাবলিতে সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। প্রাচীন গ্রিসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগররাষ্ট্রগুলোতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্র আয়তনে যেমন বিশাল, জনসংখ্যায়ও তেমনি বিপুল। সুতরাং প্রাচীন গ্রিসের নগররাষ্ট্রভিত্তিক প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বর্তমানে অচল। তবে সুইজারল্যান্ডের পাঁচটি ক্যান্টন এবং কয়েকটি শহরে এখনও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের আংশিক প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। আধুনিক গণতন্ত্র হচ্ছে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটে সরকার গঠিত হয়। অর্থাৎ, নাগরিকগণ পরোক্ষভাবে প্রতিনিধি প্রেরণ করে রাষ্ট্রশাসনে অংশগ্রহণ করে থাকে।

গণতন্ত্রের গুণ ও দোষ

❑ গণতন্ত্রের গুণ

- ✓ রাষ্ট্র পরিচালনায় সকলের অংশগ্রহণ
- ✓ বিশেষ ব্যক্তিগত মর্যাদার অনুপস্থিতি
- ✓ সাম্য ও স্বাধীনতা সংরক্ষণ
- ✓ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা
- ✓ জবাবদিহিতা বা দায়িত্বশীলতা
- ✓ রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি
- ✓ বিপ্লবের আশঙ্কা হ্রাস
- ✓ সমৃদ্ধ ও উন্নত জীবনের সহায়ক
- ✓ ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ
- ✓ ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ
- ✓ জাতীয় চরিত্র ও নৈতিক মানের উন্নতি
- ✓ দেশপ্রেম বৃদ্ধিতে সহায়ক
- ✓ জনসম্মতি ভিত্তিক
- ✓ নমনীয় শাসনব্যবস্থা
- ✓ সর্বাঙ্গীণ উন্নতির সহায়ক
- ✓ সর্বশ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা
- ✓ সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণ

❑ গণতন্ত্রের দোষ

- ✓ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহায়ক নয়
- ✓ জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের অসহযোগিতা
- ✓ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা সম্ভব নয়
- ✓ অপচয়ের প্রশ্রয়
- ✓ স্বাধীনতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় না
- ✓ মুর্খ, অক্ষম ও অজ্ঞের শাসন
- ✓ দলপ্রথার কুফল
- ✓ গণতন্ত্র ক্ষণভঙ্গুর শাসনব্যবস্থা
- ✓ দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষম
- ✓ উন্নত শিল্পকর্ম ব্যাহত হয়
- ✓ স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতি

একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যাবলি

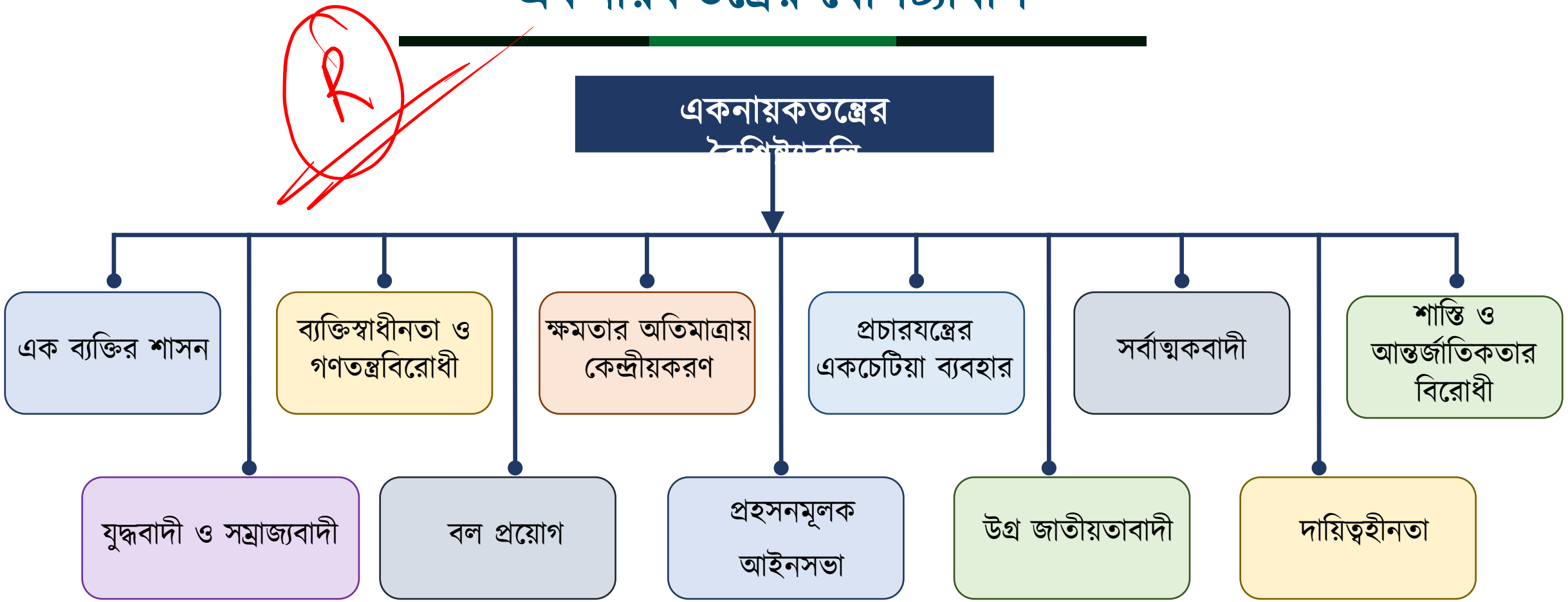

একনায়কতন্ত্রের গুণ ও দোষ

একনায়কতন্ত্রের গুণ	একনায়কতন্ত্রের দোষ
✓ দ্রুত নিয়ম-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ✓ দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি ✓ জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠা ✓ অর্থের অপচয় হয় না ✓ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব ✓ জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় সক্ষম	✓ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে অস্বীকার ✓ দায়িত্বশীলতার অভাব ✓ প্রগতি বিরোধী ✓ বিপ্লবের সম্ভাবনা ✓ দুর্নীতির প্রসার ✓ স্বৈরতন্ত্রের নামান্তর ✓ সাম্য ও স্বাধীনতা বিরোধী ✓ উগ্র বর্ণবাদী ও জাতীয়তাবাদী ✓ যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদী এবং আন্তর্জাতিকতা বিরোধী ✓ সর্বাত্মকবাদী ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র বিরোধী

আমলাতন্ত্র

- আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ- আমলাতন্ত্র।
- আমলা- আরবী শব্দ। এর অর্থ আদেশ পালন ও বাস্তবায়ন।
- রাষ্ট্রীয় নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন- মন্ত্রী বা রাজনৈতিক প্রশাসকরা এবং বাস্তবায়ন করেন- আমলারা।
- যে সকল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী সরকারের আদেশ পালন ও বাস্তাবায়ন করে তাদেরকে- আমলা বলে।
- আমলাতন্ত্র হচ্ছে স্থায়ী বেতনভুক্ত, দক্ষ ও পেশাদার কর্মচারীদের সংগঠন।
- আমলাতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ- Bureaucracy.
- ব্যুরো (Bureau) শব্দের অর্থ- লেখার টেবিল এবং ক্রেটিন (Kratein) শব্দের অর্থ- শাসন।
- উৎপত্তিগত অর্থে আমলাতন্ত্র হচ্ছে- ডেস্ক গভর্নমেন্ট বা দপ্তর সরকার (Desk Government)।
- সর্বপ্রথম আমলাতন্ত্রকে একটি আইনগত ও যুক্তিসঙ্গত মডেল হিসেবে উপস্থাপন করেন- ম্যাক্সওয়েবার। তিনিই ছিলেন আদর্শ আমলাতন্ত্রের উদ্ভাবক।
- জনগণের সাথে আমলাদের সম্পর্ক- আনুষ্ঠানিক ও দাপ্তরিক।
- অনুন্নত বিশ্বে, আমলাগণ নিজেদেরকে- জনগণের প্রভু মনে করেন।
- **আমলাতন্ত্রের জনক- ম্যাক্সওয়েবার।**

আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য

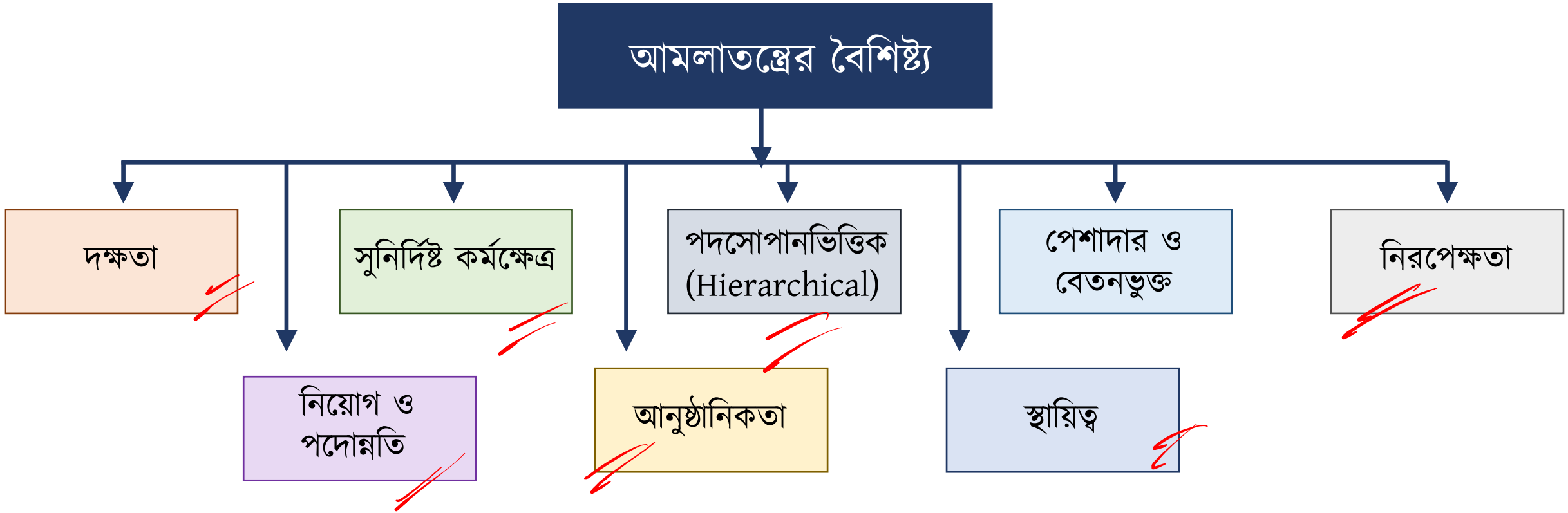

POLL QUESTION-03

➲ **সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের কর্তব্য হলো-**

(a) সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ

(b) অধিকার ভোগ করা

(c) তথ্য প্রদান করা

(d) নিয়মিত কর দেয়া

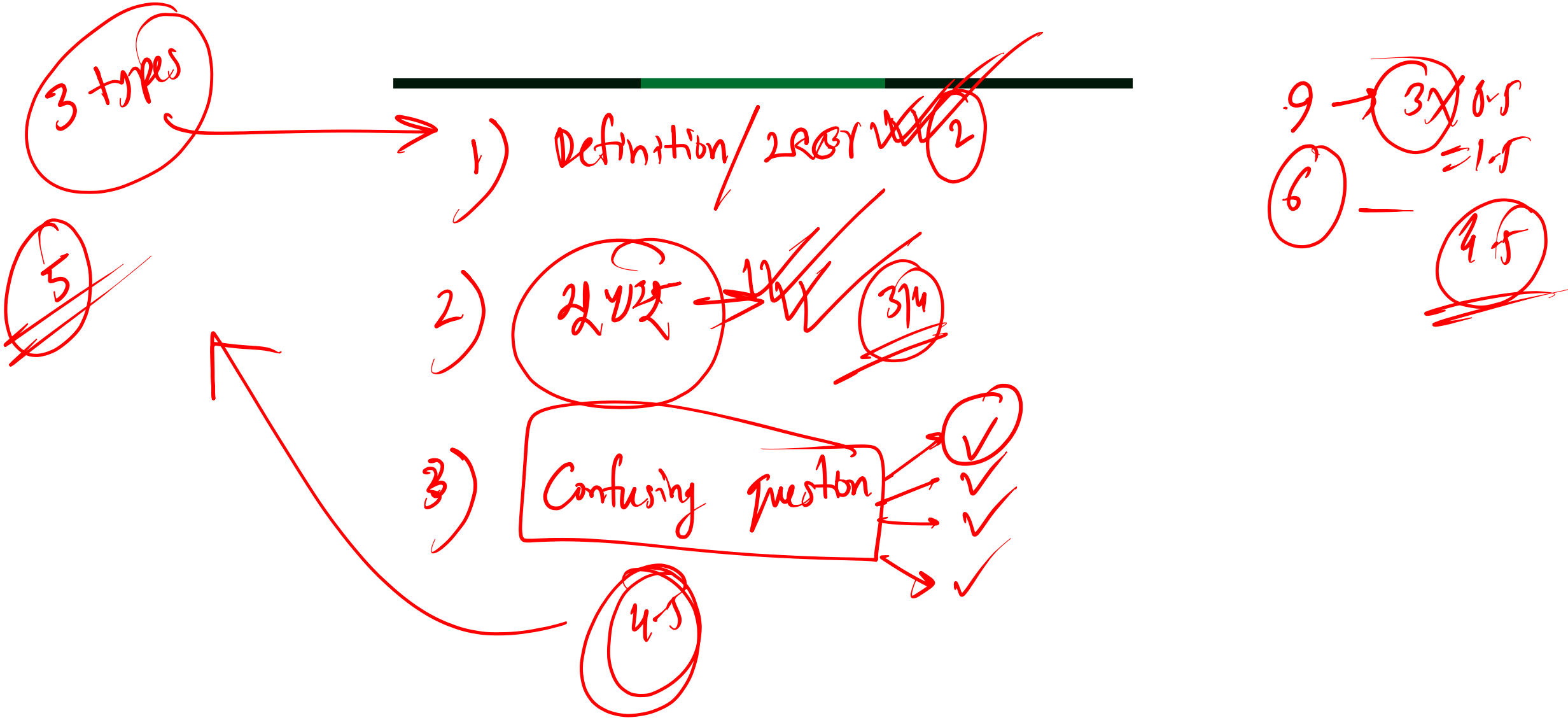

3 types

1) Definition/

2)

3) Confusing question

4.5

5

9 → 3x 0.5 = 1.5

6 — 4.5

বিগত সালের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➲ **ভালো-মন্দ কোন ধরনের মূল্যবোধ?** [৪৫তম বিসিএস]

(ক) নৈতিক (খ) অর্থনৈতিক (গ) রাজনৈতিক (ঘ) সামাজিক

➲ **'Utilitarianism' গ্রন্থের লেখক কে?** [৪৫তম বিসিএস]

(ক) জন স্টুয়ার্ট মিল (খ) ইমানুয়েল কান্ট (গ) বার্ট্রান্ড রাসেল (ঘ) জেরেমি বেন্থাম

➲ **'জ্ঞান হয়ে পুণ্য'- এই উক্তিটি কার?** [৪৫তম বিসিএস]

(ক) থেলিস (খ) সক্রেটিস (গ) এ্যারিস্টটল (ঘ) প্লেটো

➲ **'শর্তহীন আদেশ' ধারণাটির প্রবর্তক কে?** [৪৫তম বিসিএস]

(ক) অ্যারিস্টটল (খ) বার্ট্রোন্ড রাসেন (গ) হার্বার্ট স্পেন্সার (ঘ) ইমানুয়েল কান্ট

বিগত সালের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➲ **সুশাসন চারটি স্তম্ভের ওপর নির্ভরশীল- এই অভিমত কোন সংস্থা প্রকাশ করে?** [৪১তম বিসিএস]

(ক) জাতিসংঘ
(খ) জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি
(গ) বিশ্বব্যাংক
(ঘ) এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক

➲ **সভ্যতার অন্যতম প্রতিচ্ছবি হলো-** [৪১তম বিসিএস]

(ক) সুশাসন (খ) রাষ্ট্র (গ) নৈতিকতা (ঘ) সমাজ

➲ **'বিপরীত বৈষম্য' –এর নীতিটি প্রয়োগ করা হয়-** [৪০তম বিসিএস]

(ক) নারীদের ক্ষেত্রে
(খ) সংখ্যালঘুদের ক্ষেত্রে
(গ) প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে
(ঘ) পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে

➲ **মূল্যবোধের চালিকা শক্তি হলো-** [৪০তম বিসিএস]

(ক) উন্নয়ন (খ) গণতন্ত্র (গ) সংস্কৃতি (ঘ) সুশাসন

➲ **জাতিসংঘের অভিমত অনুসারে সুশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো-** [৪০তম বিসিএস]

(ক) দারিদ্র বিমোচন
(খ) মৌলিক অধিকার রক্ষা
(গ) মৌলিক স্বাধীনতার উন্নয়ন
(ঘ) নারীদের উন্নয়ন ও সুরক্ষা

বিগত সালের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➲ **সুশাসন প্রতিষ্ঠায় নাগরিকের কর্তব্য হলো-** [৪০তম বিসিএস]

(ক) সরকার পরিচালনায় সাহায্য করা
(খ) নিজের অধিকার ভোগ করা
(গ) সৎভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করা
(ঘ) নিয়মিত কর প্রদান করা

➲ **অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে-** [৪০তম বিসিএস]

(ক) দুর্নীতি দূর হয়
(খ) বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়
(গ) আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়
(ঘ) কোনোটিই নয়

➲ **ব্যক্তি সহনশীলতার শিক্ষা লাভ করে-** [৩৮তম বিসিএস]

(ক) সুশাসনের শিক্ষা থেকে
(খ) আইনের শিক্ষা থেকে
(গ) মূল্যবোধের শিক্ষা থেকে
(ঘ) কর্তব্যবোধ থেকে

➲ **নিচের কোনটি সুশাসনের উপাদান নয়?** [৩৮তম বিসিএস]

(ক) অংশগ্রহণ (খ) স্বচ্ছতা (গ) নৈতিক শাসন (ঘ) জবাবদিহিতা

➲ **সুশাসনের কোন নীতি সংগঠনের স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করে?** [৩৮তম বিসিএস]

(ক) অংশগ্রহণ (খ) জবাবদিহিতা (গ) স্বচ্ছতা (ঘ) সাম্য ও সমতা

বিগত সালের বিসিএস পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

➲ UNDP সুশাসন নিশ্চিতকরণে কয়টি উপাদান উল্লেখ করেছে? [৩৭তম বিসিএস]

(ক) ৬টি (খ) ৭টি (গ) ৮টি (ঘ) ৯টি

➲ নৈতিক শক্তির প্রধান উপাদান কি? [৩৭তম বিসিএস]

(ক) সততা ও নিষ্ঠা (খ) কর্তব্যপরায়ণতা (গ) মায়া ও মমতা (ঘ) উদারতা

➲ সুশাসনের পূর্বশর্ত হচ্ছে– [৩৬তম বিসিএস]

(ক) অর্থনৈতিক উন্নয়ন (খ) অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন

(গ) সামাজিক উন্নয়ন (ঘ) সবগুলোই

➲ মূল্যবোধ শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে- [৩৬তম বিসিএস]

(ক) দুর্নীতিরোধ করা (খ) সামাজিক অবক্ষয় রোধ করা

(গ) রাজনৈতিক অবক্ষয় রোধ করা (ঘ) সাংস্কৃতিক অবরোধ রক্ষণ করা

➲ সুশাসনের পথে অন্তরায়– [৩৬তম বিসিএস]

(ক) আইনের শাসন (খ) জবাবদিহিতা (গ) স্বজনপ্রীতি (ঘ) ন্যায়পরায়ণতা

Best of Luck!!

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

Facebook Page
https://www.facebook.com/uttoronacademy

Facebook Group (BCS উত্তরণ)
https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy

YouTube Channel
https://www.youtube.com/c/Uttoron

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

BCS অনলাইন ও অফলাইনের সমন্বয়ে গোছানো প্রস্তুতি
(https://www.youtube.com/watch?v=MFKW8FSNnP0)

একটি উদ্যোগ-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান

09666775566
www.uttoron.academy